২৯-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৫-০৫-৮৩ মধুবন

উড়তি কলায় যাওয়ার বিধি এবং পুণ্য আত্মাদের লক্ষণ

আজ বাগান মালিক, বাবা, তাঁর রুহানী বাগিচার সুগন্ধি পুষ্পসকলকে এবং আগামীকালের বিশেষ কল্যাণার্থে নিমিত্ত হওয়া সাহসী এবং উদ্যমী কলিসকলকে দেখছেন । আগামীদিনের সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখছেন ।(আজ বাপদাদার সামনে ছোট ছোট বাচ্চাদের গ্রুপ বসে আছে) বাপদাদা এই ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরণীর ঝলমলে নক্ষত্র বলেন । এই নক্ষত্রসকল বিশ্বে নতুন আলো দেওয়ার নিমিত্ত হবে । এই ছোটবড় বাচ্চাদের দেখে স্থাপনার আদির দৃশ্য স্মরণে আসছে । এইরকম ছোট বাচ্চারা বিশ্ব কল্যাণের কার্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে বেরিয়ে আসে যে, আমরা ছোট বাচ্চারা সবচেয়ে বড় কার্য করে দেখাবো, যে রাজনৈতিক নেতারা, ধর্মীয় নেতারা, বিজ্ঞানী আত্মারা অভীষ্ট সাধন করতে চায় কিন্তু করতে পারেনা, আমরা ছোটরা সেই কার্য করে দেখাবো । আর আজ বাবা সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্কল্প সাকার রূপে দেখছেন । তারা মোটেই ছোট বাচ্চা নয়, তারা তো আজ শিবশক্তি পাণ্ডব সেনার রূপে কার্য করছে । হিস্ট্রিও সবাই তোমরা জানো, তাই না ! আজ প্রজ্জ্বলিত দীপক থেকে তোমরা দীপমালা হয়ে বাবার কন্ঠহার হয়ে গেছ । এখনই ছোটবড় সব বাচ্চাদের দেখে প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে বিশ্বের আগামীকালের ভাগ্যবান মূর্তি দেখা দিচ্ছে । সব বাচ্চারা নিজেদের কি হবে বলে ভাবছ ? তোমরা লাকি নক্ষত্র, তাই না? আজ বাচ্চাদের দিন, বড়রা গ্যালারিতে বসে দেখবে । বাপদাদাও বিশেষ বাচ্চাদের দেখে খুব খুশি । একেকজন বাচ্চা অনেক আত্মাদের বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার বরসার অধিকারী বানাও, তাই না! এমনিতেও বাচ্চাদের মহাত্মা বলা হয়ে থাকে । সবাই তোমরা প্রকৃতই মহান আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা তোমরা, তাই না ! এইরকম মহান আত্মারা, তোমরা সদা নিজেরা একই সঙ্কল্পে স্থির থাকো ? এক বাবার হয়ে এবং একই শ্রীমতের অনুসরণ করে চলতে হবে । এই নিশ্চয় পাকা করেছ তো ! তোমরা যখন নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে সেখানে কোনও সঙ্গে আটকে পড়বে না তো ? তোমাদের সবার ফটো এখানে তোলা হয়েছে এইজন্য সদা নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন মনে রেখো । সদাসর্বদা স্মরণে রেখো তোমরা প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্বের সকল আত্মাদের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের নিমিত্ত । এতবড় দায়িত্ব নেওয়ার সাহস আছে তোমাদের ? অমৃতবেলা থেকে শুরু করে তোমরা সব বাচ্চারা নিজেদের সেবার দায়িত্ব পালন করছো ? যদি কোনও বিষয়ে তোমরা কমজোর হও তো এখনই ঠিক করে নিও । তোমাদের প্রত্যেকের ওপর সবার নজর আছে । এই কারণে, অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সহজ যোগীর এবং শ্রেষ্ঠ যোগীর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য তোমাদের যা দিনচর্যা দেওয়া হয়েছে তা' তোমাদের যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, এই ব্যাপারে স্থিরসঙ্কল্প হয়ে অ্যাটেনশন দাও । সবাই জানো তোমরা যোগীর যোগ্যতা কি ? (সব বাচ্চারা বাপদাদার সব কথায় জী হাঁ বলে রেসপন্ড করতে থাকে) যোগী আত্মা কিভাবে বসে, কেমন তার চলন, দৃষ্টি কিরকম হয়, এই সবকিছু সবাই তোমরা জানো ? এইভাবে চলো তোমরা নাকি অল্প অল্প চঞ্চলতাও চলে আসে ? সবাই তোমরা যোগী আত্মা, তাই না ! সমগ্র দুনিয়ার সব মানুষ যা করে তোমরা বাচ্চারা তা' করতে পারোনা । তোমরা, মহান আত্মাদের, এইরকম শান্তস্বরূপ থাকতে হবে, সেখানে যত বড় ব্যক্তিত্বেরই উপস্থিতি থাকুক, কিন্তু তোমরা, সব শান্তস্বরূপ আত্মাদের, দেখে তাদের যেন শান্তি অনুভূত হয় । আর তাদের উপলব্ধি করতে দাও যে তোমরা সাধারণ বাচ্চা নও, সব অলৌকিক বাচ্চা । তোমরা পৃথক

অথচ প্রিয় এবং বিশেষ আত্মা । তাহলে তোমরা এইভাবে চলো ? এখন থেকে এটারই পরিবর্তন করো । তোমরা সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য বাপদাদা বিশেষভাবে এসেছেন । বুঝেছ তোমরা ?

বাচ্চাদের সাথে বড়রাও এসেছে । এখানে উপস্থিত সব বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ দিচ্ছেন । সাথে এটাও তো সবাই জানো যে বর্তমান সময় অনুযায়ী বাপদাদা সব বাচ্চাদের উড়তি কলার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ সাধন তো জানো, তাই না ! একটা শব্দের পরিবর্তনে সদা উড়তি কলার অনুভব করতে পারো । সেই এক শব্দ কোনটা ? শুধু 'সবকিছু তোমার' । 'আমার' শব্দ বদলে 'তোমার' করে নেওয়া । ,'তোমার' শব্দই 'আমি তোমার' বানিয়ে দেয় । আর এই একটা শব্দই সদা ডবল লাইট বানায় । "আমি তোমার" যখন তো আত্মা লাইট অর্থাৎ হালকা । আর "সবকিছু তোমার" তখনও লাইট অর্থাৎ হালকা হয়ে গেলে, তাই না ! তাইতো শুধু একটা শব্দ 'তোমার' । ডবল লাইট হয়ে যাওয়ায় সহজ উড়তি কলার হয়ে যাও । 'আমার' বলা তোমাদের বহুকালের অভ্যাস । এই 'আমার' শব্দ তোমাদের অনেকরকমভাবে ঘুরপাক খাইয়েছে । এখন এই শব্দকে পরিবর্তন করে নাও, তাহলেই 'আমার সবই তোমার' হয়ে গেল । এই পরিবর্তন কঠিন তো নয়, তাই না ! সুতরাং সদা এই এক শব্দের প্রকৃত স্বরূপে স্থিত থাকো । বুঝেছ তোমরা, কি করতে হবে ? শ্রেষ্ঠ আত্মারা যারা সদা গভীর ভালোবাসায় নিষ্ঠাভরে মগ্ন থাকে, এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা বর্তমানেও শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করছে এবং
তাদের ভবিষ্যৎও শ্রেষ্ঠ আর অবিনাশী বানাচ্ছে । অতএব, এই এক শব্দ মনে রাখো । বুঝেছ তোমরা ? এই আধারে যত অগ্রগতি চাও ততই আগে যেতে পারো এবং নিজের কাছে যত ধনসম্পদ জমা করতে চাও ততই জমা করতে পারো । বাস্তবে, লৌকিক জীবনে যারাই সদা খ্যাতনামা ভালো বংশের আত্মা হয়, তাদের নিজেদের জীবনে সদা একটা লক্ষ্য থাকে দানপুণ্য করার । সবাই তোমরা সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ কুলের । সুতরাং শ্রেষ্ঠ কুলের ব্রাহ্মণ আত্মারা অর্থাৎ সর্ব খাজানায় সম্পন্ন আত্মাদের লক্ষ্য কি ? সদা মহাদানী হও । সদা পুণ্য আত্মা হও । যদি কোনো বিকারের বশবর্তী হয়ে একটাও সঙ্কল্প করেছ, তো সেটাকে কি বলা হবে ? পাপ অথবা পুণ্য ? পাপই তো বলবে, তাই না । সদা নিজের প্রতিও পুণ্য কর্তা হও । সঙ্কল্পেও পুণ্য আত্মা, বচনেও পুণ্য আত্মা আর কর্মেও পুণ্য আত্মা । যখন তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে গেছ তো পাপের লেশমাত্র থাকতে পারেনা । সুতরাং সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সদা পুণ্য আত্মা । যেকোন আত্মার প্রতি সদা শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনা পোষন করাই সবচেয়ে বড় পুণ্য । যেমন আত্মাই হোক না কেন, বিরোধী আত্মা বা স্নেহী, কিন্তু পুণ্য আত্মার পুণ্য এটাই, যে বিরোধী আত্মাকেও শ্রেষ্ঠ ভাবনার পুণ্য পুঁজি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে । পুণ্য বলাই হয়, কোনো আত্মার কোনো বস্তুর অপ্রাপ্তি থাকলে তাকে সেই বস্তুর প্রাপ্তি করানোর কার্যকে । এটাই পুণ্য । যখন কোনো বিরোধী আত্মা তোমার অর্থাৎ পুণ্য আত্মাদের সামনে আসে তখন সেই আত্মাকে সহনশক্তি দ্বারা বঞ্চিত আত্মারূপে দেখবে । আর নিজের পুণ্যের পুঁজি দ্বারা, শুভ ভাবনা দ্বারা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা সেই আত্মার সহনশক্তি প্রাপ্তির তুমি সহযোগী আত্মা হবে । সেই আত্মার জন্য এটাই পুণ্য কর্ম হয়ে যায় । পুণ্য আত্মা সদাসর্বদা নিজেকে দাতার বাচ্চা, দাতা, মনে করবে । সে কোনও আত্মার থেকে সাময়িক প্রাপ্তি নেওয়ার কামনার ঊর্ধ্বে থাকে । "এই আত্মা কিছু দিলে, আমিও দেবো বা এ কিছু করলে আমিও করবো" , পুণ্য সেই আত্মার হদের এমন কামনা থাকেনা । কারণ দাতার বাচ্চা হয়ে সে সবার প্রতি স্নেহ, সহযোগ, শক্তি দেওয়া পুণ্য আত্মা হবে । পুণ্য আত্মা কখনও নিজের পুণ্যের বদলে প্রশংসা নেওয়ার কামনা রাখেনা, কারণ পুণ্য আত্মা জানে যে হদের এই প্রশংসা স্বীকার করা মানে সদাকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, এইজন্য

সদা সে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাগর সমান সম্পন্ন থাকে । পুণ্য আত্মা সদা নিজের বোলের মাধ্যমে অন্যকে খুশিতে, বাবার স্নেহে, অতীন্দ্রিয় সুখে, আনন্দময় রুহানী জীবনের অনুভব করাবে । তার প্রতিটা বোল হবে খুশির পৌষ্টিক আহার, পুণ্য আত্মার সব কর্ম এমন হবে, যাতে তারা সব আত্মাদের সদা সহযোগের প্রাপ্তি করাতে সমর্থ হবে এবং এই পুণ্য আত্মার কর্ম দেখে সব আত্মা সামনে ওড়ার সহযোগ প্রাপ্তির অনুভব করবে । বুঝেছ তোমরা, পুণ্য আত্মার লক্ষণ ! সুতরাং সদা এইরকম পুণ্য আত্মাদের প্রভাব থেকে পাপের চিহ্নমাত্র সমাপ্ত হয়ে যাবে । আচ্ছা !

সদা প্রতি সঙ্কল্প দ্বারা পুণ্য কর্ম করে, এমন পুণ্য আত্মারা সদা এক শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উড়তি কলায় গিয়ে, সদা দাতার বাচ্চা হয়ে সবাইকে দান করে, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্যঃ -

তোমরা সব কুমার ফার্স্ট নাম্বারে আসছ, তাই না ! ফার্স্ট নাম্বারের দাবীদার একজন নাকি তোমরা অনেকে ? আচ্ছা ! তোমরা ফার্স্ট ডিভিশনে আসবে ? জানো তোমরা, ফার্স্টে যারা আসবে তাদের বিশেষত্ব কি ? ফার্স্টে যারা আসবে তারা বাবা সমান হবে । সমানতাই সমীপতা নিয়ে আসে অর্থাৎ কাছাকাছি নিয়ে আসে । সমীপ অর্থাৎ যারা সমান হয় তারাই ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে পারে । তোমরা তবে কবে বাবা সমান হবে ? যখন বিজয় মালার নম্বর ঘোষিত হবে, তখন তোমরা কি করবে ? কোনো ডেট নেই, কিন্তু মুহূর্ত উপস্থিত । এটা কি খুব কঠিন ? কুমাররা, তোমাদের কি মুশকিল হয় ? দুটো রুটি খেতে হবে আর বাবার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত হতে হবে । এটাই সব, যা তোমাদের করতে হবে, তাই না ? শুধু দুটো রুটির জন্য তোমরা নিমিত্তমাত্র কাজই করো, তাই না ! এইভাবেই তো করো, কোনরকম মোহাবিষ্ট হয়ে করোনা তো ? শুধুমাত্র নিমিত্ত বলায় এটা হবেনা । কুমার শুধু মুখের বলায় কোনও কাজ করেনা ! তারা স্বতন্ত্র ! অতএব, সদা বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্য রাখতে হবে । বাবা যেমন লাইট, তেমন ডবল লাইট হও । যখন অন্যদের দেখ তো দুর্বল হয়ে পড়ো, সী ফাদার , ফলো ফাদার করতে হবে । সদা এটা স্মরণে রাখো । সদা নিজেকে বাবার ছত্রছায়ায় রাখো । যারা ছত্রছায়ায় থাকে তারা সদা মায়াজিৎ হয়ে যায় । যদি ছত্রছায়ার নীচে না থাকো, যদি কখনো এর নীচে না থেকে এর থেকে দূরে সরে যাও তো পরাহত হবে । ছত্রছায়ার নীচে থাকে যারা তাদের মেহনত করতে হয়না । নিজে থেকেই সর্বশক্তির কিরণ তাদের মায়াজিৎ বানিয়ে দেয় । "এক বাবা সর্ব সম্বন্ধে আমার" - এই স্মৃতি তোমাদের সমর্থ আত্মা বানিয়ে দেয় ।
কুমারসব, তোমরা এখন জীবনের এইরকম নকশা বানিয়ে দেখাও যাতে সবাই বলে, "যদি কোনও নির্বিঘ্ন আত্মা থাকে তো তারা এখানে ! সবাই তোমরা বিঘ্ন বিনাশক হও, যারা নড়বড়ে তাদের মতো নয়, বরং বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনকারী । শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানানোর কারিগর হও । বিজয় পতাকা যেন সদা উড়তে থাকে । এইরকম বিশেষ পরিকল্পনা করো । যেখানে ইউনিটি আছে, সাফল্য সেখানে সহজেই আসে । অন্যকে নিচে নামিয়ে আনার ইউনিটি কোরোনা, বরং ওপরে ওঠানোয় ইউনিটি বানাও । সদা উড়তি কলায় যেতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে যেতে হবে - সদা এই লক্ষ্য রাখো । কুমার অর্থাৎ সদা আজ্ঞাকারী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ । প্রতি পদে ফলো ফাদার করে । যা বাবার গুণ তাই বাচ্চাদের, যা বাবার কর্তব্য তাই বাচ্চাদের, যা বাবার সংস্কার তাই বাচ্চাদের, এটাকে বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার করা । বাবা যা করেছেন, শুধুমাত্র সেটাই তোমাদের রিপিট এবং কপি

করতে হবে । এখানে কপি করলে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাব । ওখানে কপি করলে তোমাদের মার্কস কাটা যাবে, সেক্ষেত্রে কপি করে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাও । সুতরাং যে সঙ্কল্পই করো, প্রথমে চেক করো, যে সঙ্কল্প করেছ তা' বাবা সমান । যদি না চেঞ্জ করে দাও । আর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো । কতো সহজ মার্গ! যা বাবা করেছেন সেটা তোমরা করো । এইভাবে যারা সদা বাবাকে ফলো করে তারা নিরন্তর সর্বশক্তিমান স্থিতিতে স্থিত থাকে । বাবার উত্তরাধিকার হলোই সর্বশক্তি আর সর্বগুণ । সুতরাং 'বাবার উত্তরাধিকারী' অর্থাৎ সর্বশক্তি এবং সর্বগুণের অধিকারী । তাহলে
কিভাবে কোনো অধিকারী সেই অধিকার খোয়াতে পারে ! যদি অসতর্ক হও তবে মায়া সেসব চুরি করে নেবে । মায়াও তার সবচেয়ে ভালো গ্রাহক, ব্রাহ্মণ আত্মাদের জুটিয়েই নেয় । এইজন্য সেও তার চান্স খোঁজে । অর্ধেক কল্প তোমরা তার সাথী হয়ে থেকেছ, সুতরাং এমন সাথীদের কিভাবে ছেড়ে দেবে ! মায়ার কাজই হলো আসা, আর তোমাদের কাজ হলো বিজয় প্রাপ্ত করা, বিভ্রান্ত হ'য়োনা ! যখন শিকারির সামনে শিকার আসে তখন কি সে ভয় পেয়ে যায়? মায়া আসে তো জিত প্রাপ্ত করো, বিভ্রান্ত হয়োনা । আচ্ছা !

টিচারদের সাথে: – নিমিত্ত সেবাধারী ! নিমিত্ত বললে সহজেই স্মরণে আসে, কে নিমিত্ত বানিয়েছেন ! তোমরা সেবাধারী শব্দ বলার আগে অবশ্যই 'নিমিত্ত' শব্দ বলো । নিজেদের নিমিত্ত মনে করলে তোমরা স্বতঃই নির্মান হয়ে যাবে । আর যে যতো নির্মান হবে ততই সিদ্ধিদায়ক হবে । নির্মান হওয়া অর্থাৎ সিদ্ধিস্বরূপ হওয়া । সুতরাং, সমস্ত নিমিত্ত সেবাধারী, নিজেদের নিমিত্ত মনে করে চলছো ? যারা নিজেদের নিমিত্ত ভাবে, তারা সদা হালকা আর সফলতার প্রতিমূর্তি হয় । যতো হালকা হবে তোমরা অবশ্যই ততটা সফল হবে । কখনো কখনো সেবা কম হয়, কখনো বেশি, তাতে তোমাদের বোঝা মনে হয়না, তাই না ? কি হবে কিভাবে হবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার চিন্তা ভাবনায় তোমাদের ভারী লাগেনা তো ! যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন, তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে কার্য করছ, এটাই সেবাধারীর বিশেষত্ব । সদা নিজের পুরুষার্থে এবং সেবাতে সন্তুষ্ট থাকলে, একমাত্র তখনই তাদের সন্তুষ্টি হবে, যাদের জন্য তুমি নিমিত্ত হয়েছো । সদা সন্তুষ্ট থাকো আর অন্যকে সন্তুষ্ট রাখো, এটাই তোমাদের বিশেষত্ব ।

বর্তমান সময় অনুযায়ী, সেবাধারীর সেবা কি ? সকলকে হালকা বানানোর সেবা । উড়তি কলায় নিয়ে যাওয়ার সেবা । উড়তি কলাতে তোমরা শুধুমাত্র তখনই অন্যদের নিয়ে যেতে পারো, যখন তোমরা হালকা হও । নিজেদেরও সব রকমের বোঝা হালকা করো আর অন্যদের বোঝাও তোমরা হালকা করাও । যে আত্মাদের নিমিত্ত সেবাধারী হয়েছ, তাদের লক্ষ্যে তো পৌঁছে দিতে হবে, তাই না ! তোমরা তাদের অবশ্যই আটকে দিওনা বা তোমাদের বন্ধনে ফাঁসতে দিওনা, বরং তোমাদের হালকা হতে হবে আর তাদের হালকা বানাতে হবে । তোমরা হালকা হলে নিজে থেকেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে । সেবাধারীদের এটাই বর্তমান সার্ভিস । উড়তে থাকো আর উড়াতে থাকো । সেবায় সবাই লটারী লাভ করেছে, প্রতিনিয়ত এই লটারী কার্যে প্রয়োগ করতে থাকো । প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটা শ্বাস সেবা চালিয়ে যাও । এতেই সদা বিজি থাকো । আচ্ছা !

বরদানঃ – সুখস্বরূপ হয়ে সারা বিশ্বে সুখের কিরণ ছড়িয়ে মাস্টার জ্ঞানসূর্য ভব

বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, তেমনই নিজেও জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ হও, সর্বগুণ সম্বন্ধে শুধু বর্ণন নয়, বরং এই সকল গুণের অনুভবও করতে হবে । যখন সুখস্বরূপের অনুভাবী হবে, তখন তুমি- সুখস্বরূপ আত্মা দ্বারা সুখের কিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে । ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, একইভাবে তোমার জ্ঞান, সুখ, আনন্দের কিরণ যখন সকল আত্মাদের কাছে পৌঁছে যাবে তখন বলা হবে মাস্টার জ্ঞানসূর্য ।

স্লোগানঃ - দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ তারা, যারা নিজেদের বোল, সঙ্কল্প এবং কর্ম দ্বারা দিব্যতার অনুভব করায় ।